

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৩৭

১/ বিবিধ

আরবী

إذا اغتسلت المرأة من حیضها، نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسل بالخطمي والأشنان  
ضعيف

أخرجه الخطيب في " تلخيص المتشابه " ( 2 / 34 / 1 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 182 ) من طريقين عن مسلم بن مسلم بن صبيح: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا. ومن هذا الوجه رواه الدارقطني أيضا في " الأفراد " كما في نصب الراية " ( 1 / 80 )

وقال الخطيب: " قال علي بن عمر (يعني الدارقطني) : هذا حديث غريب من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد ولم نكتبه إلا من هذا الوجه ". قلت: وهو ضعيف لتفرد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين، فإنني لم أجد من ترجمه، وقد يشتبه بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة، وليس به، فإن هذا متأخر، من طبقة شيوخ الإمام أحمد، وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، وهو معروف ثقة، وله ترجمة في " التهذيب " للحافظ ابن حجر، وكان يحسن به أن يورد بعده مسلم بن صبيح هذا المجهول تميزا له عن الذي قبله، كما هي عادته في أمثاله، ولكنه لم يفعل، والله أعلم، ثم قد ميزه في " تبصير المنتبه " ( 3 / 833 ) ولم يذكره بعدالة أو جرح، وقيده بضم الصاد المهملة.

وقد أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( ق 23 / 2 - مسند أنس ) من

طريق الطبراني وهذا في " المعجم الكبير " ( 1 / 37 / 2 ) قال حدثنا أحمد بن داود المكي: حدثنا سلمة بن صبيح اليمدي حدثنا حماد بن سلمة به. كذا سماه ابن داود " سلمة " بدل مسلم "، وليس هو تصحيفا، فقد قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 273 ) : " رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه سلمة بن صبيح اليمدي ولم أجد من ذكره

قلت: ولعل " سلمة " وهم من ابن داود فإني لا أعرفه أيضا، وقد خالفه عثمان بن خرزاذ وهو ثقة، أخرجه الخطيب. وأيهما كان فالرجل مجهول لا يعرف، فهو علة الحديث، وخفي هذا على الصنعاني فقال في " السبل " ( 1 / 138 ) بعد أن عزاه لمن ذكرنا: " فهذا الحديث مع إخراج الضياء له، وهو يشترط الصحة فيما يخرج، يثمر الظن في العمل به ". قلت: وهذا مسلم بالنسبة لمن لم يقف على إسناده، وأما من وقف عليه فقد يختلف الحكم بالنسبة له، ويرى خلاف ما ذهب الضياء إليه، وعول عليه، كما هو الشأن في هذا الحديث، ورواية مسلم بن صبيح، وهو من الأدلة الكثيرة على أن الضياء رحمه الله متساهل في التصحيح كالحاكم، وإن كان هو أحسن حالا منه كما شهد بذلك ابن تيمية رحمه الله. والحديث سكت عليه الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 1 / 217 ) فأوهم سلامته من العلة، فاقتضى التنويه بها، وتحقيق الكلام على الحديث، والله سبحانه هو الموفق.

وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: " إذ لا قائل بوجوبها فهو قرينة على الندب ". قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: " انقضي شعرك واغتسلي ". ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في " الأحاديث الصحيحة " رقم (188)

## বাংলা

৯৩৭। মহিলা যখন তার মাসিক হতে (পবিত্রতার জন্য) গোসল করবে তখন সে তার চুল খুলে খাতমী (বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ) ও আশনান (এক ধরনের পাতা) দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। যখন জানাবাতের কারণে গোসল করবে তখন তার মাথার চুল খুলবে না, খাতমী ও আশনান দ্বারাও ধুবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আল-খাতীব "তালখীসুল মুতাশবেহ" (২/৩৪/১) গ্রন্থে এবং বাইহাকী "আস-সুনানুল কুবরা" (১/১৮২) গ্রন্থে মুসলিম ইবনু সুবায়্যেহ হতে দু'টি সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি ছাবেত হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে দারাকুতনীও "আল-আফরাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "নাসবুর রায়াহ" (১/৮০) গ্রন্থে এসেছে। আল-খাতীব বলেনঃ আলী ইবনু উমর (দারাকুতনী) বলেনঃ হাম্মাদ ইবনু সালামার হাদীছ হতে এ হাদীছটি গারীব। হাম্মাদ হতে মুসলিম ইবনু সুবায়্যেহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এই মুসলিম ইবনু সুবায়্যেহ এককভাবে বর্ণনা করায় হাদীছটি দুর্বল। তিনি মাজহুলদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কে তার জীবনী রচনা করেছেন পাচ্ছি না। মুসলিম ইবনু সুবায়্যেহ আল-হামদানীর সাথে তার মিল হয়ে যেতে পারে। যার থেকে ছয়টি গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি এ ব্যক্তি নন। কারণ এই মুসলিম পরবর্তী যুগের, ইমাম আহমাদের শাইখদের স্তরের। আর সেই হামদানী একজন তাবেঈ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি পরিচিত নির্ভরযোগ্য। "আত-তাহযীব" গ্রন্থে ইবনু হাজার তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

তাবারানী "আল-মুজামুল কাবীর" (১/৩৭/২) গ্রন্থে মুসলিম ইবনু সুবায়্যেহ এর স্থলে সালামা ইবনু সুবায়্যেহ আল-ইয়াহমাদীকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার জীবনীও পাচ্ছি না। অর্থাৎ তিনিও মাজহুল।

শাওকানীও হাদীছটি "নায়লুল আওতার" (১/২১৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। তিনি তা দ্বারা হাদীছটি সমস্যা হতে নিরাপদ এরূপ সন্দেহ জাগিয়েছেন। আসলে তা নয়, সতর্ক থাকা জরুরী।

তবে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হয়েযের ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি তোমার চুল খুলে গোসল করো। এ সহীহ হাদীছটি প্রমাণ করছে যে, হয়েয হতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের ক্ষেত্রে চুল খুলে ফেলা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে জানাবাত হতে গোসলের ক্ষেত্রে চুল খুলা ওয়াজিব নয়। এটিই সঠিকের নিকটবর্তী মত। "আল-আহাদীছু সাহীহাহ" (১৮৮) গ্রন্থে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীছটির উপর আলোচনার সময় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71816>

🔗 হাদিসবিডিৰ প্রজেক্টে অনুদান দিন